উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা

সংস্থার নাম: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখার নাম	প্রস্তাবিত উদ্ভাবন/সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাল সেবার শিরোনাম	বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির বিষয়ে বিবরণ
০১	১. মোঃ আবদুল জলিল, উপপরিচালক (ট্রাফিক), বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর। ২. কমল চন্দ্র শীল, উপপরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), বাংলাদেশ স্থবন্দর কতৃপক্ষ, ঢাকা। ৩. মোহাম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও সদস্য সচিব ,ইনোভেশন টিম, বাংলাদেশ স্থবন্দর কতৃপক্ষ, ঢাকা	ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের জন্য বন্দরে ই-বর্হিগমণসেবা বাস্তবায়ন	**বিদ্যমান পদ্ধতি:** বর্তমান সময়ে ভারতগামী যাত্রীদের দীর্ঘ সময় ধরে শুধুমাত্র একটি ব্যাংকে লাইন ধরে ট্রাভেল ট্যাক্স ও বন্দর ট্যাক্স প্রদান করতে হয়। যা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। উল্লেখ্য, বিদ্যমান পদ্ধতিতে ভারতগামী যাত্রীদের বন্দর ফ্যাসিলিটিজ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হয়। ফলে প্রত্যেক যাত্রীকে প্রায়শ ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়। এতে যাত্রীদের ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কষ্ট ভোগ করতে হয়। বিশেষ করে যে সকল রোগী ভারতে চিকিৎসার জন্য গমন করে তাদের নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখিন হতে হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সর্ববহৎ স্থলবন্দর হিসেবে পরিচিত বেনাপোল স্থলবন্দরে প্রতিদিন প্রায় ৬-৭ হাজার যাত্রী ভারতে গমণ করে থাকে। এছাড়া ভোমরা, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, নাকুগাঁও, হিলি, বাংলাবান্দা স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১-২ হাজার যাত্রী ভারত/নেপাল/ভূটান গমণ করে থাকে। বর্তমানে বেনাপোল, নাকুগাঁও, বুড়িমারী ও বাংলাবান্দা দিয়ে গমণকারী যাত্রীদের নিকট হতে ম্যানুয়্যাল পদ্ধিতে প্যাসেঞ্জার চার্জ আদায় করা হয়। এতে চার্জ আদায়ে প্রায়শঃ যাত্রীদের দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্ট হয় এবং TCV তে Time-Cost বেড়ে যায়। **প্রস্তাবিত পদ্ধতি:** ১. যাত্রীগণ ট্রাভেল এবং বন্দর ট্যক্স ঘরে বসে অথবা বন্দরে রক্ষিত kiosk এর মাধ্যমে E token নেওয়ার পর লাইনে না দাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময় পর kiosk হতে Online payment Gate way এর মাধ্যমে ট্যাক্স প্রদান করতে পারবে। ফলে যাত্রীরা ব্যাগ নিয়ে নির্দিষ্ট একটি স্থানে অবস্থান করতে পারবে এবং Monitor Display তে তার Queue এর অবস্থান দেখতে পারবে। এছাড়া ব্যাংকের বুথ এ এর মাধ্যমে সরাসরি ট্যাক্স প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। Queue এর Display অনুযায়ী Immigration, Customs এবং বন্দর যাত্রীদের প্রবেশের সুযোগ দিবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করবে। ফলে যাত্রীদের Time-Cost-visit (TCV) কমবে এবং কোন ঝামেলা ছাড়াই যাত্রীগণ ভারতে গমণাগমন করতে পারবে। ২. Queue System এ একবার E token নিলেই পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক কাজ প্রথম বারেই সম্পন্ন হবে। এতে কোন একটি কাজের জন্য বার বার যেতে হবে না।তাই স্থলবন্দরের দিয়ে ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের Time ও Cost কমানোর লক্ষ্যে ই-বর্হিগমণসেবা অথবা মোবাইল/আনলাইন/kiosk মেশিনের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে প্যাসেঞ্জার চার্জ আদায়ের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।
০২	মোঃ রেজাউল করিম, উপপরিচালক (প্রশাসন), বাস্থবক, ঢাকা।	ভোমরা স্থলবন্দরে লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আইডি কার্ড প্রস্তুত এবং শ্রমিকদের	ভোমরা স্থলবন্দরে একটি কেপিআই ভুক্ত সরকারী স্থাপনা হিসেবে সংরক্ষিত এলাকা। লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক পণ্য হ্যান্ডলিং এর কাজ করেন। বন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে হ্যান্ডলিং শ্রমিকদের বৈধ আইডিকার্ড থাকা প্রয়োজন। অন্যথা বন্দরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর মাধ্যমে বন্দরে রক্ষিত পণ্য চুরিসহ নিরাপত্তা বিঘ্নতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই বন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে নিয়োজিত লেবার হ্যান্ডলিং

MOHAMMAD MASHIUR RAHMAN
Assistant Director (Admin)
BANGLADESH LAND PORT AUTHORITY
MINISTRY OF SHIPPING

		বিকাশে/রকেট/ নগদ এর মাধ্যমে মাসিক মজুরি প্রদান	ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের ডিজিটাল আইডিকার্ড সরবরাহ এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিকাশ/রকেট/নগদ এর মধ্যমে পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৩	১। জনাব ড. শেখ আলমগীর হোসেন, সদস্য (ট্রাফিক) ও ইনোভেশন অফিসার, বাংলাদেশ স্থবন্দর কতৃপক্ষ, ঢাকা। ২। জনাব শামীম সোহানা, উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম, বাংলাদেশ স্থবন্দর কতৃপক্ষ, ঢাকা ৩। জনাব মোঃ মামুন কবীর তরফদার, উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর। ৪। জনাব মোহম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম, বাংলাদেশ স্থবন্দর কতৃপক্ষ,ঢাকা। ৫। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী ও সদস্য, ইনোভেশন টিম, বাস্থবক,ঢাকা।	সিএন্ডএফ এজেন্টগণের জন্য ই-রেজিষ্ট্রেশন/তালিকাভুক্তি/নবায়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিএন্ডএফ মোবাইল অ্যাপস্ বাস্তবায়ন	বন্দরে পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধি হিসাবে তালিকভুক্ত সিএন্ডএফ এজেন্টগণ বন্দরে আগমণ করে থাকেন। বর্তমানে এই কার্যক্রমে সিএন্ডএফ এজেন্টগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ ০৯ (নয়)টি ধাপে যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনপূর্বক রেজিষ্টেশন প্রদান করা হয়। এতে সেবাগ্রহীতাদের TCV (Time-Cost-Visit) বেড়ে যায়। সেবাগ্রহীতাদের TCV কমানোর লক্ষ্যে সিএন্ডএফ এজেন্টগণের জন্য ই-রেজিষ্ট্রেশন/তালিকাভুক্তি/নবায়ন ব্যবস্থাপনা জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৪		বন্দরে দৃশ্যমান স্থানে প্রতিদিনের আমদানি/রপ্তানির পরিমানগত তথ্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন বাস্তবায়ন	বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দরসমূহে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হতে প্রায় ৬০,০০০ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়ে থাকে এবং এর ফলে বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃক সরকারের রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিদিনের আমদানিকৃত পণ্য ও রাজস্বের পরিমান সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি তাৎক্ষণিক আমদানিকারক-রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্টগণ বা সেবাগ্রহীতদের অবলোকনের কোন সুযোগ নাই। তাই এদ্‌সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিদিন অবলোকনের লক্ষ্যে বন্দরে আমদানি/রপ্তানির পরিমানগত তথ্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৫		বন্দরের বিভিন্ন স্থানে সুপেয় খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দরসমূহে প্রতিদিন লেবার শ্রমিক, বাংলাদেশ-ভারতের ট্রাক ডাইভার, নিরাপত্তাকর্মী, রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্টগণ বা সেবাগ্রহীতগণ বন্দরে আগমণ করে থাকে। কিন্তু বন্দরসমূহে সুপেয়-খাবার পানি সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা নাই। তাই অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে চালুকৃত বন্দরের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সুপেয় খাবার পানি সরবরাহের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৬		বন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের ডিজিটাল হাজিরা ও মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মোবাইল এ্যাপস	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দরসমূহে শত শত কোটি টাকার আমদানিকৃত পণ্যাদির নিরাপত্তার লক্ষ্যে নিয়োজিত নিরাপত্তা ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীগণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হাজিরা সংরক্ষন করা হয়। এতে নিরাপত্তাকর্মীদের মনিটরিং করা প্রায়শঃ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীদের ডিজিটাল হাজিরা ও মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৭		ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের জন্য বন্দরে কোমল পানীয় হাল্কা খাবার সংগ্রহ কার্যক্রম।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আত্তাধীন সর্ববহৎ স্থলবন্দর হিসেবে পরিচিত বেনাপোল স্থলবন্দরে প্রতিদিন প্রায় ৬-৭ হাজার যাত্রী ভারতে গমণ করে থাকে। এছাড়া ভোমরা, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, নাকুগাঁও, হিলি, বাংলাবান্দা স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১-২ হাজার যাত্রী ভারত/নেপাল/ভূটান গমণ করে থাকে। বন্দরে যাত্রীদের জুরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক খাবার পানিসহ অন্যান্য কোমল পানীয় সরবরাহ ও হালকা খাবার সরবরাহরে ব্যবস্থা কোন আধুনিক ব্যবস্থা নেই। তাই ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের জন্য বন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে/নিধারিত স্থানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময়ে তাৎক্ষণিক খাবার পানিসহ অন্যান্য কোমল পানীয় ও হালকা খাবার সংগ্রহ কার্যক্রমটি ডিজিটাল প্রকিয়ায় বাস্তবায়নের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

MOHAMMAD MASHIUR RAH
Assistant Director (Admin
AND PORT AUTHORIT
SHIPPING

০৮	মোঃ মনিরুল ইসলাম উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা	স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিজিটাল ব্যবস্থায় বিলিং সফটওয়্যার চালুকরণ ও বিল তৈরি	এ বন্দরের ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩ টি ডিজিটাল ওয়েব্রীজ স্কেলে ওয়ানওয়ে যুগোপযোগী সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছ। এতে আমদানিকৃত পণ্যবাহী গাড়ি বন্দরে প্রবেশ করার সময়ই ওয়েব্রীজ স্কেল হতে প্রতিটি গাড়ির অনুকূলে নীট স্লিপ প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান বন্দরে বিল শাখায় সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এ্যাসেসমেন্ট/বিল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, বিল রেজিস্টার লিপিবদ্ধকরণ, শেড/ইয়ার্ডে আমদানি গেইট পাস, লেবার হ্যান্ডলিং রেজিস্টার লিপিবদ্ধকরণ ও বিল প্রস্তুতের কাজ করা হয়ে থাকে। যুগোপোযোগী বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন করা হলে বন্দরে প্রবেশকৃত গাড়ির পণ্যের প্রকৃত ওজন, হলটেড, অবস্থান, হলিডে চার্জ ও বন্দর মাশুল আদায়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিমাপ হবে। এ পদ্ধতি চালু হলে ভোমরা স্থলবন্দর বিল আদায়ে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থায় চলে আসবে। এতে কোন প্রকার পেপার ওয়ার্ক থাকবেনা। এ পদ্ধতিতে এ্যাসেসেমেন্ট সীট ও চালান তৈরীতে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন হবে।

৪

MOHAMMAD MASH[illegible] RAHMA[illegible]
Assistant Director (Admin)
BANGLADESH LAND PORT AUTHORITY
MINISTRY OF SHIPPING